মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৫ জন গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ জন আসামি গ্রেফতার করেছে।

এদের মধ্যে মাদক মামলায় ১ নারীকে, চুরির মামলায় ১ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর ও সিআর মামলায় ৩ আসামি রয়েছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতভর জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম আজ বুধবার (১৪ জুন) ভোররাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সংশ্লিষ্ট থানাগুলো এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম এই অভিযানে অংশ নেন।
আজ বুধবার (১৪ জুন) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃত অসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে হত্যা মামলায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামে আপন চাচা শশুর কাজিম উদ্দীন হত্যার অভিযোগ শরিফুল ইসলাম নামের (জামাতা)
এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জরিমানা আনাদায়ে আরো ১ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার (১৩ জুন) বিকালে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ শহিদুল্লাহ্ এ রায় দেন।
সাজাপ্রাপ্ত শরিফুল ইসলাম কাজীপুর মাঠপাড়া গ্রামের রোমজিতের

ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে ২০১৩ সালের ২৬ মে সন্ধ্যার দিকে কাজীপুর মাঠ পাড়ার কাজিম উদ্দীন একই এলাকার নাজিমুদ্দিনের চায়ের দোকানে বসে চা পান করছিলেন। চা পান করার পর বিল দেয়াকে কেন্দ্র করে প্রথমে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে শফিকুল কাজিমুদ্দিনের পুরুষাঙ্গ চেপে ধরে। এ সময় তার সহযোগীরা তাকে কিল ঘুষি মারতে থাকে। ঘটনাস্থলে কাজিমুদ্দীনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিহত কাজিমুদ্দিনের পুত্র আবু সাঈদ বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৩০২/৩৪ ধারায় রোমজিতে ছেলে শরিফুল, মওলা বকসের ছেলে রোমজিতে, খোকা দফাদারের ছেলে নাজিম, এলাহি বক্সের ছেলে মজনু, মজনুর ছেলে মনির, নাজিরের ছেলে জিয়া, মাওলা বক্সের ছেলে পচু, নাজিমুদ্দিনের মেয়ে মঞ্জু, মিনা, এবং তার স্ত্রী মহিমাকে আসামি করে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ২৮। জি আর কেস নং৩১২/২০১৩। সেসন মামলা নং ১৫০/২০১৫।

পরে মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আনোয়ার হোসেন মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে শরিফুল, মন্জু বেগম, মিনা, মহিমা, রমোজিত, নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জ দাখিল করেন। মামলায় মোট ৯ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন। এতে মামলার এক নম্বর আসামি শরিফুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ৩০৪ ধারার প্রথম অংশে প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত শরিফুল ইসলামেক যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জরিমানা।
আনাদায়ে আরো ১ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেন।

মামলার অপর আসামি মঞ্জু বেগম, মিনা, মহিমা, রমোজিত এবং নাজিমের বিরুদ্ধে অনিত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পিপি পল্লব ভট্টাচার্য। এবং আসামির পক্ষে একেএম শফিকুল আলম কৌশলী ছিলেন।

মেহেরপুরে নিহত অটোচালক

আব্দুর রহমানের ঘাতকদের ফাঁসি দাবি

মেহেরপুর জেলা অটো,ইজিবাইক মালিক ও চালক সমিতির সদস্য আব্দুর রহমানের ঘাতকদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করেছে মেহেরপুর জেলা অটো,ইজিবাইক চালক ও মালিক সমিতি।

আজ মঙ্গলবার (১৩ জুন) বেলা ১২ টার সময় হাসপাতাল রোডে সমিতির কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন ও সাংবাদিক সম্মেলন করেন তারা।

মেহেরপুর জেলা অটো ইজিবাইক মালিক চালক সমিতির সভাপতি মোঃ গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মফলেউর রহমান পিন্টু, নিহত আব্দুর রহমানের ভাগ্নে সাইদুর রহমান সাঈদ, স্ত্রী রেহেনা খাতুন, মেয়ে রিনা খাতুন, রিতু খাতুন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র সহসভাপতি মো পিন্টু, সহ সভাপতি মোঃ রায়হান আলী মিঠু, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আল মামুন রোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ রিপন আলী, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন খোকন, লাইন সম্পাদক মোহাম্মদ আল আমিন প্রমুখ। মানববন্ধনে বক্তারা ঘাতকদের গ্রেফতার ও তাদের ফাঁসি দাবি করেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৪

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্তসহ বিভিন্ন মামলার ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলায় ২ জনসহ ৩ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ১ জন আসামি রয়েছে।

সোমবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশ এসব আসামি গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ও মুজিবনগর থানা পুলিশ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ মঙ্গলবার (১৩ জুন) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে গাঁজাসহ মাদক কারবারী আটক

১০০ গ্রাম গাঁজাসহ সোহান হোসেন নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প।
আটক সোহান বামন্দী পশ্চিমপাড়া এলাকার ইরফান আলীর ছেলে।
সোমবার দিবাগত মধ্যরাতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ সোহানকে আটক করে পুলিশ।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সোহানের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আজ মঙ্গলবার (১৩ জুন) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১১ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় সম্পত্তি, বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান নিরোধ, অনিষ্পন্ন চোরাচালান, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ, মানব পাচার প্রতিরোধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা, সড়কের শৃঙ্খলা, ফুটপাত হকারমুক্ত ও দখলমুক্ত, দ্রব্যমূল্য সহনশীল রাখাসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গন্ডি পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পণ করছে। দেশের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বদ্ধ পরিকর। তাই অপরাধ প্রবণতা বন্ধে ও আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নের পাশাপাশি সকল নাগরিককে ভূমিকা রাখতে হবে এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান। অপরদিকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে দামুড়হুদা উপজেলায় বিবাহ পরানোর কাজে নিয়োজিত কাজী ও ইমামদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা সহ জবাব দিহিতায় রাখা হবে, প্রয়োজনে বাল্য বিবাহ পড়ানো কাজী ও ইমামদের বিরুদ্ধে সরাসরি মামলা হবে বলে ঘোষনা দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

সভায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা খাতুন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার তদন্ত ওসি শফিউল আলম, দর্শনা থানা অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ, আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা রাফেজা খাতুন, উপজেলা মহিলা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা হোসনে জাহান, দর্শনা সরকারি কলেজের প্রফেসর সজিব আহমেদ, উজিরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষিকা শামসুন নাহার, দর্শনা বিজিবি কমান্ডার জহির উদ্দিন, মুন্সিপুর বিজিবি বিওপি কমান্ডার শহিদুল

ইসলাম, ঠাকুরপুর বিওপি কমান্ডার আবুল হোসেন, জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, কৃষ্ণপুর মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, কুড়ালগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিনসহ জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান বিরোধ মাসিক সভা

জীবননগরে আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান বিরোধ মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছ।

আজ সোমবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার মোঃ রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভৃমি) তিথি মিত্, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃনাসির উদদীন মৃধা,বীর মুক্তিযুদ্ধা সাইদুর রহমান প্রমুখ।

ইজিবাইক ছিনতাই করতেই চালককে

হত্যা, তিনজন গ্রেফতার

ইজিবাইক ছিনতাই করতেই হত্যা করা হয় মেহেরপুরের শোলমারী গ্রামের আব্দুর রহমানকে। আর ঘটনাটা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা ও মিশন শেষে নিরাপদে চলে যেতে পারায় আবাসিক হোটেলটিকে বেছে নেই ছিনতাইকারীরা।

ইজিবাইক চালক আব্দুর রহমান লাশ উদ্ধারের ১২ ঘন্টার মধ্যেই দুই ঘাতককে গ্রেফতার ও ইজিবাইক উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর থানায় সাংবাদিকদের সাথে প্রেসব্রিফ করে এসব কথা বলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন। গ্রেফতারকৃতরা হলো, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাার দুদরাজপুর গ্রামের দিনবন্ধু বিশ্বাসের ছেলে বিপ্লব কুমার বিশ্বাস ও একই উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মজদেত আলীর ছেলে রাজু শেখ ও মেহেরপুর শহরের আবাসিক হোটেল এজাজ প্লাজার মালিক ঝন্টু মিয়া।

এসময় মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি সাইফুল আলম, মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও পুলিশের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
আজমল হোসেন আরও বলেন, গত শুক্রবার ইজিবাইকসহ আব্দুর রহমান নিখোঁজ হওয়ার পর তার পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশের স্বরণাপন্ন হয়েছিল। পুলিশের কয়েকটি টিম তখন থেকেই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘটনার মোটিভ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছিল। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি), সাইবারক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ও সদর থানা পুলিশ এক সাথে এই বিষয়ে কাজ করছিল।

এএসপি আজমল হোসেন বলেন, ইজিবাইক, পাখি ভ্যান বা অন্যান্য যানবাহন ছিনতাইয়ের এটি একটি বিরাট চক্র। বিভাগীয় এই চক্রের সাথে এলাকার কিছু ছিনতাইকারি জড়িত। মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে নাহিদ হোসেন এই ছিনতাইকারী চক্রের সদস্য। তাকে দিয়েই মোবাইল ফোনে ডেকে নেওয়া হয়েছে আব্দুর রহমানকে। চুয়াডাঙ্গাতে ভাড়ায় যাওয়ার নাম করে তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নেয় নাহিদ।

এএসপি আজমল হোসেন বলেন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করেই এই হত্যাকান্ডের মোটিভ উদঘাটন করা হয়েছে। হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত বাকী আসামিদেরও অল্পদিনের মধ্যে গ্রেফতার করা হবে বলেও জানান

তিনি।

উল্লেখ্য, গত রবিবার বিকালে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় এজাজ প্লাজা নামের একটি আবাসিক হোটেল থেকে আব্দুর রহমান (৫২) গলাকাটা অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এর আগে গত শুক্রবার (৯ জুন) সে বাড়ি থেকে ইজিবাইকসহ বের হন। তার পর আর ফিরে আসেনি। তার মোবাইল ফোনটিও বন্ধ ছিল। তাকে পরিবারের লোকজন সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজাখুজি অব্যাহত রেখেছিল।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৬

মেহেরপুর পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে, মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ২ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন আসামি রয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম এই অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মাদক মামলায় ২, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২, সিআর মামলায় ১ ও ১৫১ ধারায় ১ আসামি রয়েছে।

রবিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময় জেলার পৃথক স্থানে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এদের গ্রেফতার করেন।
আজ সোমবার (১২ জুন) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে হেরোইন ও ইয়াবাসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

৩ গ্রাম হেরোইন ও ৩০ পিচ ইয়াবাসহ আমেনা খাতুন (২৮) নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আটক আমেনা খাতুন গাংনী পৌরসভার শিশিরপাড়া গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার মতিয়ার রহমানের স্ত্রী।

এই মামলায় তার স্বামী মতিয়ার রহমান পলাতক রয়েছে। আমেনা খাতুনের কাছ থেকে ৩ গ্রাম হেরোইন ও ৩০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, আটক আমেনা খাতুন ও তার স্বামী মতিয়ার রহমান বাড়িতে মাদক জড়ো করে বিক্রি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন খবরের ভিত্তিত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) মিলন কুমার বিশ্বাসের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ওই বাড়িতে অভিযান চালান। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মতিয়ার রহমান পালিয়ে যায়। হেরোইন ও ইয়াবাসহ আটক হন স্ত্রী আমেনা খাতুন।

হেরোইন ও ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনায় আমেনা খাতুন ও মতিয়ার রহমানের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। আটক আমেনা খাতুনকে আজ সোমবার (১২ জুন) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুৃর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।